

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২' এবং ০৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত 'ইনোভেশন মেলা-২০২২'-এ নির্বাচিত সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ইনোভেশন ব্যাংক

২০২২ সালে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদকপ্রাপ্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

পদক প্রদানের ক্ষেত্র: সাধারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

উদ্যোগ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অবদানের শিরোনাম : বঙ্গবন্ধু ও তাঁর শান্তি দর্শন: আন্তর্জাতিকীকরণ ও বিশ্ব রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ও বিশ্ব শান্তির কূটনীতির উপর ভিত্তি করে। বঙ্গবন্ধুর এ শান্তির কূটনৈতিক দর্শন বিদেশস্বে বাংলাদেশের ৮১ টি মিশনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন সেল' গঠন করে। এ সেল মার্চ ২০২০ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে যেমন: ঢাকায় ৪-৫ ডিসেম্বর ২০২১ এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলন ২০২১ ও ঢাকা শান্তি ঘোষণা ২০২১, বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' জাতিসংঘের ০৬ টি ভাষাসহ মোট ১৪ টি বিদেশী ভাষায় এবং 'কারাগারের রোজনামচা' ০২ টি বিদেশী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ইউরোপ, কানাডাসহ ০৬ টি দেশের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার/ ফেলোশীপ চালুকরণ, বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের সাথে যৌথভাবে স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ, মরিশাস ও তুরস্কে জাতির পিতার নামে সড়কের নামকরণ; তুরস্ক, ভুটানের পাবলিক স্থানে এবং বিদেশস্বে বাংলাদেশের মিশনসমূহের চ্যান্সারি প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন, বিশ্বের ২৪০ এর বেশী খ্যাতনামা ব্যক্তির বার্তা সংবলিত 'World Leaders on Bangabandhu and Bangladesh' নামক সংকলন প্রকাশ, প্রতিমাসে 'বঙ্গবন্ধু লেকচার সিরিজ' আয়োজনসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এসকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, সর্বোপরি জাতির পিতার 'শান্তির কূটনীতির' দর্শন ও বার্তা দেশের গভী পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গেছে।

পদক প্রদানের ক্ষেত্র: উন্নয়ন প্রশাসন

উদ্যোগ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান: পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

অবদানের শিরোনাম : দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের খারণা বাস্তবে রূপায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে ড্রেজিং কার্যক্রমে নদীর নাব্যতা রক্ষার পাশাপাশি নদী চ্যানেলাইজেশন এবং ক্রসড্যাম/ক্লোজার নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। পুনরুদ্ধারকৃত ভূমিতে প্রান্তিক জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ক্রসড্যাম/ক্লোজার নির্মাণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় ১,০২৮.২১ বর্গ কি.মি. ভূমি এবং নদী ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে খননকৃত মাটির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৩৪.১৭ বর্গ কিলোমিটার ভূমি সৃজন/ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রচলিত বাজার দর বিবেচনায় পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির সম্ভাব্য মূল্য প্রায় ৪,১৫০.৫৫ কোটি টাকা। পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি আশ্রয়ণ/আবাসন কার্যক্রমে ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়া উক্ত পুনরুদ্ধারকৃত জমিতে বনায়নের ফলে পরিবেশ-প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষাও সম্ভব হচ্ছে এবং শিল্পায়নের সুযোগসহ বিভিন্ন আয় বৃদ্ধির উপায় সৃষ্টি হওয়ায় সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

পদক প্রদানের ক্ষেত্র: মানব উন্নয়ন

উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি :

- ১। জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট
- ২। জনাব মোঃ ওয়াহিদ হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মোল্লাহাট, বাগেরহাট
- ৩। জনাব অনিন্দ্য মন্ডল, সহকারী কমিশনার (ভূমি), মোল্লাহাট, বাগেরহাট
- ৪। জনাব মোঃ কামাল হোসেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মোল্লাহাট, বাগেরহাট

জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ১৯৭৪ সালের ৩০ জুন হবিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস ২২তম ব্যাচের কর্মকর্তা। তিনি চাকুরিতে যোগদান করেন ২০০৩ সালের ১০ ডিসেম্বর। বর্তমানে তিনি জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট হিসেবে কর্মরত।

জনাব মোঃ ওয়াহিদ হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মোল্লাহাট, বাগেরহাট হিসেবে কর্মরত। তিনি ১৯৮১ সালের ০৪ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার নিজ জেলা ঝিনাইদহ। মোঃ ওয়াহিদ হোসেন ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাজ্যের Teesside University থেকে আইটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস ২৯তম ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে ২০১১ সালের ১ আগস্ট তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

জনাব অনিন্দ্য মন্ডল সহকারী কমিশনার(ভূমি), মোল্লাহাট, বাগেরহাট হিসেবে কর্মরত। তিনি ১৯৯০ সালের ১ নভেম্বর খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস ৩৪তম ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে ২০১৬ সালের ১ জুন তারিখে নিয়োগ লাভ করেন।

জনাব মোঃ কামাল হোসেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, মোল্লাহাট, বাগেরহাট হিসেবে কর্মরত। তিনি ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন ১৯৯৬ সালের ১৭ অক্টোবর।

উদ্যোগের শিরোনাম : আলোকিত ও মানবিক মোল্লাহাট বিনির্মাণ

আলোকিত ও মানবিক মোল্লাহাট বিনির্মাণে বর্তমান জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মোল্লাহাট জনপ্রতিনিধিসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উপজেলার ১০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'বাতিঘর' নামক পাঠাগার স্থাপন এবং এ সকল পাঠাগারে ৫০,০০০ এর উপর বই বিতরণ, ১১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল পুষ্পকানন সৃজন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রদানকৃত ৯৫ টি সেমিপাকা ঘরের বাসিন্দাদের নিয়ে ০৩ টি সমবায় সমিতি গঠন, ১০০ জন স্থানীয় বেকার যুবক যুবতীকে ই-কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং ও ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, ০৭ টি ইউনিয়নের ৯০ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা সৃজন ও ব্যবসায় সম্প্রসারণে প্রশিক্ষণ প্রদান, মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতি সংরক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে মোল্লাহাট উপজেলায় সর্বত্র এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

পদক প্রদানের ক্ষেত্র: অর্থনৈতিক উন্নয়ন

উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি :

- ১। কাজি মো: আবদুর রহমান, সাবেক জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা (বর্তমানে উপসচিব, মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়)
- ২। জনাব হাবিবুর রহমান, সাবেক উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নেত্রকোণা (বর্তমানে পিআরএল ভোগরত)
- ৩। জনাব এ এইচ এম আরিফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা
- ৪। জনাব নাহিদ হাসান খান, সাবেক সহকারী কমিশনার (ভূমি), খালিয়াজুড়ি, নেত্রকোণা (বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় সিলেটে যোগদানকৃত)
- ৫। জনাব মো: হাবিবুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার, মদন, নেত্রকোণা

জনাব মো: আবদুর রহমান ০১ লা মার্চ ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রাম জেলার সনদ্বীপ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২২তম ব্যাচের একজন সদস্য। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজী সাহিত্যে বিএ (অনার্স), এমএ ও পরবর্তীতে Greenwich University, UK হতে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১০ ডিসেম্বর ২০০৩ সালে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন।

জনাব হাবিবুর রহমান বিসিএস কৃষি ক্যাডারের ৮ম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ১৯৬২ সালের ১৪মে জামালপুর জেলায় মেলান্দহ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিসিএস (কৃষি)-তে অনার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৪ মে ২০২১ হতে পিআরএল ভোগ করছেন।

জনাব এ এইচ এম আরিফুল ইসলাম ০৬ নভেম্বর ১৯৮৭ সালে ময়মনসিংহ জেলায় ফুলবাড়িয়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৩১তম ব্যাচের বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজী বিষয়ে অনার্স ডিগ্রী অর্জন করেন।

জনাব নাহিদ হাসান খান ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলায় ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৩৪তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। আবেদনকারী জাহাজীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে পদায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেটে যোগদান করেন।

জনাব মো: হাবিবুর রহমান উপজেলা কৃষি অফিসার খালিয়াজুড়ী ০৫ অক্টোবর ১৯৯১ সালে ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৩৪তম ব্যাচের বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি এজি (অনার্স) ও এমএসসি (কৃষিতত্ত্ব) বিষয়ে ডিগ্রী অর্জন করেন।

উদ্যোগের শিরোনাম : হাওড়ে পতিত জমিতে কৃষি সংস্কৃতির নতুন চেতনা

হাওরবেষ্টিত খালিয়াজুরী উপজেলার ৪৮,৩২০ একর জমির মধ্যে ৮,৪১৪ একর ভূমি পতিত বা অনাবাদী অবস্থায় প্রতি বছরই পড়ে থাকে। আবেদনকারীগণ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে উক্ত অনাবাদী জমির মধ্যে প্রায় ২,৫০০ একর পতিত ভূমি রবি মৌসুমে চাষাবাদের আওতায় আনেন। এক্ষেত্রে ১০০ জন কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রায় ১২০০ জন বেকার যুবক যুবতীকে কাজে লাগিয়ে মিষ্টি কুমড়া, শশা, খিরাইসহ অন্যান্য সবজি উৎপাদন করেন। কৃষি বিভাগের জরিপ মোতাবেক এ উদ্যোগের আওতায় কৃষকগণ ৮০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ উদ্যোগের ফলে উক্ত ভূমিতে প্রায় ১ কোটি কেজি মিষ্টি কুমড়া উৎপাদিত হয়েছে। উদ্যোগটি স্থানীয়দের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে অবদান রাখছে। উদ্যোগটি একটি সৃজনশীল, জনবান্ধব ও টেকসই উদ্যোগ।

পদক প্রদানের ক্ষেত্র: দুর্যোগ ও সংকট মোকাবিলা

উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি :

- ১। জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হাফিজ, জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ও প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- ২। জনাব মোঃ জাকিউল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- ৩। জনাব এ এইচ এম আব্দুর রকিব, বিপিএম, পিপিএম (বার), পুলিশ সুপার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- ৪। ডাঃ মোঃ জাহিদ নজরুল চৌধুরী, সিভিল সার্জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হাফিজ : মোঃ মঞ্জুরুল হাফিজ, জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ (সাবেক জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ০৬.১০.১৯৭২ তারিখে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২২ তম ব্যাচের বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে ভারতের গুরু গোবিন্দ সিং ইন্দ্রপরাস্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে হিউম্যান রিসোর্স প্ল্যানিং এবং উন্নয়ন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন।

জনাব মোঃ জাকিউল ইসলাম: মোঃ জাকিউল ইসলাম ১১ জুলাই ১৯৮৪ সালে গাইবান্ধা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৯ তম ব্যাচের বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের একজন সদস্য। বর্তমানে তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় কর্মরত আছেন। তিনি লোকপ্রশাসন বিভাগ হতে এমএসএস ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব এ এইচ এম আব্দুর রকিব বিপিএম, পিপিএম (বার) ১৭.১০.১৯৭৫ তারিখে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৪ তম ব্যাচের বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিবিএ, এমবিএ এবং মাস্টার্স ইন ক্রিমিনোলজি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি পুলিশ সুপার হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জে কর্মরত আছেন।

জনাব ডাঃ মোঃ জাহিদ নজরুল চৌধুরী ২২.১২.১৯৬৬ সালে নওগাঁ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮ তম ব্যাচের বিসিএস (স্বাস্থ্য ক্যাডারের) একজন কর্মকর্তা। তিনি এমবিবিএস, এমপিএইচ ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নওগাঁ জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত।

উদ্যোগের শিরোনাম: অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতি ও সংকট মোকাবিলায়

চাঁপাইনবাবগঞ্জ মডেল

করোনাকালীন সময়ে জেলা প্রশাসক চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও তাঁর দল সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে করোনা প্রতিরোধে পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে ৫০২টি করোনা প্রতিরোধ কমিটি, ৪৯৬টি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, ৪৯ জন ট্যাগ অফিসার নিয়োগ এবং সর্বোপরি জনপ্রতিনিধিসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে করোনা মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

এর ফলশ্রুতিতে উক্ত জেলায় ১৪ থেকে ২১ দিনের মধ্যে করোনা সংক্রমণের হার ৬২% থেকে ১০% নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। করোনায় ভারতীয় ধরন মোকাবেলায় জেলা প্রশাসকের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দলের অন্যান্য সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা এবং জনপ্রতিনিধিসহ সকল শ্রেণি-পেশা ও মতাদর্শের মানুষের সম্পৃক্ততায় করোনা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ও দ্রুততম সময়ে কোভিড সংক্রমণ হ্রাস, করোনাকালে সরবরাহ ও বাজার ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে। করোনা মোকাবেলায় 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ মডেল' সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে, যা জনপ্রশাসনের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে।

পদক প্রদানের ক্ষেত্র: অপরাধ প্রতিরোধ

উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি :

- ১। ড. রহিমা খাতুন, জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর
- ২। জনাব আজহারুল ইসলাম, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, মাদারীপুর
- ৩। জনাব ঝোটন চন্দ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মাদারীপুর
- ৪। জনাব আব্দুল্লাহ-আবু-জাহের, সহকারী কমিশনার, মাদারীপুর

ড. রহিমা খাতুন গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার তরগাঁও গ্রামে ১৯৭৬ সালের ০১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করে পরবর্তিতে জাপানের হোঙ্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয় হতে এনভারনমেন্টাল মেটেরিয়াল সায়েন্স বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১০ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে ২২তম ব্যাচের একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করেন।

জনাব আজহারুল ইসলাম ১৯৮০ সালের ১৫ই জানুয়ারি শরীয়তপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ২১-০৮-২০০৬ তারিখে ২৫তম বিসিএস এ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০০৪ সালে ডক্টর অফ মেডিসিন এবং ২০০৬ সালে প্যাথলজিতে মাস্টার অফ সাইন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১৭ সাল থেকে মাদারীপুর জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে ২০১৯ সালে একই জেলায় উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে আজহারুল ইসলাম উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার হিসেবে গোপালগঞ্জ জেলায় কর্মরত আছেন।

জনাব ঝোটন চন্দ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) হিসেবে মাদারীপুর জেলায় কর্মরত আছেন। ২০১২ সালের ০৩ জুন তারিখে ৩০তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানের পূর্বে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং বিভাগে বিবিএ সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে যুক্তরাজ্য সরকারের Chevening Scholarship এর আওতায় University of Manchester থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি নেত্রকোনা জেলায় ০২ মার্চ, ১৯৮৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

জনাব আব্দুল্লাহ-আবু-জাহের ০৯-০৪-১৯৯১ তারিখে পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ০৭-০৪-২০১৯ তারিখে ৩৭তম ব্যাচে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর এ কর্মরত।

উদ্যোগের শিরোনাম : বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ও আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ

জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর ও তাঁর দল অপরাধ প্রতিরোধে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে প্রতিটি নথিতে ডিজিটাল GIS প্রযুক্তিসহ সৃজনশীল পদ্ধতি অনুসরণ করার কারণে অধিগ্রহণ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম বন্ধ হয়েছে। গত ১ বছরে পদ্মাসেতু প্রকল্পসহ ০৩টি প্রকল্পের ০৫টি এলএ কেসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ৭০০ কোটি টাকার অধিক সরকারি স্বার্থ রক্ষা হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ০৬/২০১৭-১৮ নং এলএ কেসের ৩০.৮৪ কোটি টাকার অনিয়ম চিহ্নিত করে ৭.৩৫ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়া অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে ডেজারমুক্ত মাদারীপুর, চরমুগরীয়া ইকোপার্ক স্থাপনে সৃষ্ট জটিলতা দূরীকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ, জেলা রেকর্ডরুমে দালাল নির্মূলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্যোগটি ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে অনিয়ম প্রতিরোধে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রযুক্তির ব্যবহার, আইনের সর্বোত্তম বাস্তবায়ন, আত্মসাৎকৃত অর্থ চিহ্নিত করে দ্রুত পুনরুদ্ধার, দালাল ও অবৈধ স্বার্থ হাসিলকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল পরিবেশে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে অপরাধ প্রতিরোধে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

পদক প্রদানের ক্ষেত্র: জনসেবায় উদ্ভাবন

উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি :

- ১। ড. আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- ২। জনাব এন এম জিয়াউল আলম, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
- ৩। জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও
- ৪। সুরক্ষা ডেভেলপার ইউনিট

জনাব ড. আহমদ কায়কাউস ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি Development Economics বিষয়ে MA (1st Class) এবং Public Policy & Political Economy বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (প্রশাসন ক্যাডার) যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন।

জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ ১৯৬২ সালের ০৫ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (প্রশাসন ক্যাডার) যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি আইসিটি ডিভিশনের সিনিয়র সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে বিএসসি (অনার্স) ও এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় হতে সুশাসন ও উন্নয়ন বিষয়ে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম মোঃ শহীদুল ইসলাম ১৯৭১ সালের ৩০ জুন নরসিংদী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি জেলা প্রশাসক, ঢাকা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Governance and development' বিষয়ে মাস্টার্স এবং বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ড থেকে 'Development management' এর উপর এম.এস.সি ডিগ্রী অর্জন করেন।

সুরক্ষা ডেভেলপার ইউনিট: আইসিটি বিভাগের ৫ সদস্য বিশিষ্ট সহকারী প্রোগ্রামারদের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিট।

উদ্যোগের শিরোনাম : Covid-19 Vaccine Management System (Surokha)

শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রমে নিজে নিজে অনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তির জন্য সুরক্ষা সিস্টেমটি ব্যবহৃত হচ্ছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের ২৫শে জানুয়ারি উন্মুক্ত করেন। গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে এ সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে সারা দেশে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। জাতীয় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সরকারের কোন অর্থ ছাড়াই কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম 'সুরক্ষা' প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৯.৬১ কোটি নাগরিকের করোনা টিকার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে করোনা মহামারীকালে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে অনলাইন নিবন্ধনের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সফলতার সাথে প্রদান সম্ভব হয়েছে। এ ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি বাংলাদেশকে করোনা মহামারীর হাত থেকে রক্ষায় অবদান রেখেছে এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

পদক প্রদানের ক্ষেত্র: সংস্কার

উদ্যোগ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান: ভূমি মন্ত্রণালয়

অবদানের শিরোনাম : ভূমি তথ্য ব্যাংক

‘হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা’ এ স্লোগানটি বাস্তবায়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় দেশের সায়রাতমহাল যথা: জলমহাল, বালুমহাল, চা বাগান, লবণ মহাল, চিংড়ি মহাল, হাট-বাজার, খাসজমি ও অধিগ্রহণকৃত জমির তথ্যভান্ডার সৃজন করেছে এবং ভূমি তথ্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে (www.lams.gov.bd) ভূমি সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে জলমহাল ব্যবস্থাপনা ইজারা কার্যক্রম অনলাইনে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সিস্টেমের সাহায্যে বরাদ্দকৃত জমি, ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ, উপজেলা/জেলা/বিভাগ ভিত্তিক কিংবা প্রত্যাশী সংস্থা-ভিত্তিক সায়রাত এবং ভূমি সম্পত্তির সকল তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। অধিকন্তু এ সিস্টেমে মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি স্তর থেকে সায়রাতমহল বিষয়ে ডাটা এন্ট্রি করার সুযোগ থাকায় স্ব স্ব দপ্তরের আওতাধীন সকল তথ্য আপলোড করা যাচ্ছে। এ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সরকারি জমি বেহাত হওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়েছে এবং এক ক্লিকে সরকারি ভূমির সকল তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। ফলে এই উদ্যোগটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগসহ প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় অনবদ্য ভূমিকা রাখছে।

পদক প্রদানের ক্ষেত্র: গবেষণা

উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি :

১। জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

২। জনাব পারভেজুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ

জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান ১৯৬৭ সালের ২৪ শে অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় যথাক্রমে পঞ্চম ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (২য় শ্রেণীতে ১ম) ও স্নাতকোত্তর (১ম শ্রেণীতে ১ম) ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করলেও পরবর্তীতে তিনি ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল একাদশ বিসিএস পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম স্থান অর্জন করে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। রাখেন। তিনি ২০২১ সালের ২৮ শে অক্টোবর সরকারের সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে যোগদান করে অদ্যাবধি কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব পারভেজুর রহমান পারভেজুর রহমান ১৯৮৩ সালের ১ ডিসেম্বর সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট হতে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ৩০তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন সদস্য হিসেবে ২০১২ সালের ৩ জুন নেত্রকোণা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরিজীবন শুরু করেন। বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে ময়মনসিংহে কর্মরত আছেন।

উদ্যোগ/ধারণার শিরোনাম : 7th March 1971 Historical Speech: A Comparative Examination of Rhetoric and Textual Qualities

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের আলঙ্কারিক উপাদান, ব্যাকরণগত উপাদান, সাহিত্যিক গুণাবলি ও ভাষাশৈলীর উপর গবেষণা করে আন্তর্জাতিক জার্নাল “International Organization of Scientific Research (IOSR) journal of Humanities and Social Science” এ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রকাশনায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আলঙ্কারিক ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্যসমূহ মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখকদ্বয় প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় উদ্ভাবিত ‘Classical Oration’ এর মৌলিক উপাদানসমূহ পরীক্ষান্তে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে এ সকল মৌলিক উপাদানের উপস্থিতি প্রমাণ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড. মার্টিন লুথার কিং এর ঐতিহাসিক ভাষণ ‘I have a Dream speech’ এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের Julius Caesar ঐতিহাসিক নাটকে বর্ণিত কালোত্তীর্ণ ভাষণসমূহের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের তুলনামূলক আলোচনা করে এ সকল যুগান্তকারী ভাষণের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সাদৃশ্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই সঙ্গে ভাষণে ব্যবহৃত উপমা, অনুপ্রাস, সাদৃশ্য, বৈপরীত্য, উপাখ্যান, বিদ্রুপাত্মক শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে ভাষণের অনন্য সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উদঘাটন করেছেন। এর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু তাঁর এ অলিখিত ভাষণে কীভাবে যথাযথ বাক্যের ব্যবহার ও শব্দচয়নের মাধ্যমে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন সে সকল বৈশিষ্ট্য যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। বর্তমান যুগে ভাল বক্তা, নেতা ও সমাজ সংস্কারক তৈরিতে বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণ একটি আদর্শ দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে মর্মে লেখনিতে সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন।

পদক প্রদানের ক্ষেত্র: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি :

- ১। জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা
- ২। জনাব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), কুমিল্লা
- ৩। জনাব নাজমা আশরাফী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), কুমিল্লা
- ৪। জনাব ফাহিমা বিনতে আখতার, সহকারী কমিশনার, সাধারণ শাখা, কুমিল্লা
- ৫। জনাব নাসরিন সুলতানা নিপা, সহকারী কমিশনার, কুমিল্লা

জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৩১ মে ২০০৩ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যায় বিএসসি সম্মানসহ এমএসসি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় হতে গভর্ন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে এমএ, ইউনিভার্সিটি অব বেডফোর্ডশায়ার হতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় এমএসসি এবং জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমি হতে আইসিটি বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে ২য় এবং আইন ও প্রশাসন কোর্সে ৩য় স্থান অর্জন করেন। তিনি জেলা প্রশাসক হিসাবে কুমিল্লায় কর্মরত রয়েছেন।

জনাব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন ১৯৭৯ সালের ০১ মে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০১০ সালের ০১ ডিসেম্বর তারিখে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। চাকরিকালীন তিনি জেডিএস ফেলো হিসেবে জাপানের ইয়ামাগুচি ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতি বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), কুমিল্লা হিসেবে কর্মরত আছেন।

জনাব নাজমা আশরাফী ১৯৮৪ সালের ২৯ মে দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২৯তম ব্যাচে ২০১১ সালের ১লা আগস্ট তারিখে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ হতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পপুলেশন সাইন্সের বিভাগ হতে MPS কোর্স সম্পন্ন করেন। চাকরিকালীন তিনি যুক্তরাজ্যের University Of Birmingham থেকে International Development বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), কুমিল্লা হিসেবে কর্মরত আছেন।

জনাব ফাহিমা বিনতে আখতার: ৫ জানুয়ারি ১৯৯১ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বি.এস.এস (সম্মান) ও এম.এস.এস সম্পন্ন করেন। তিনি ২০১৯ সালের ৭ এপ্রিল ৩৭ তম বিসিএসের মাধ্যমে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সহকারী কমিশনার হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লায় সাধারণ শাখায় কর্মরত।

জনাব নাসরিন সুলতানা নিপা ১৯৮৮ সালের ০১ মে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করে ২০১৯ সালের ০৭ এপ্রিল ৩৭তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সহকারী কমিশনার হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লায় কর্মরত আছেন।

উদ্যোগের শিরোনাম : ‘চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সক্ষমতা অর্জন : কুমিল্লায় রোবটিক্স ও প্রোগ্রামিং’

জেলা প্রশাসন, কুমিল্লা ও তাঁর দল কুমিল্লা জেলায় রোবটিক্স, প্রোগ্রামিং ও ফ্রিল্যান্সিং খাতকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে, বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ, সেমিনার ও ব্যবহারিক প্রদর্শনী আয়োজন, রোবটিক্স ও প্রোগ্রামিং বিষয়ক ক্লাব গঠন ও প্রশিক্ষণ আয়োজন ইত্যাদি অন্যতম। এ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে তরুণ শিক্ষার্থীদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মিনি ফেব্রিকেশন ল্যাবরেটরি (ফ্যাবল্যাব) স্থাপন, ১০০০ জন তরুনকে ফ্রিল্যান্সিং এর প্রশিক্ষণ প্রদান, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চালিকাশক্তি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আইটি, ব্লক চেইন ও রোবটিক্স ইত্যাদি ব্যবহার করে সফটওয়্যার/ যুতসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলায় ৯৪ টি রোবটিক্স ও প্রোগ্রামিং ক্লাব গঠন, ১২০০ এর অধিক ক্ষুদ্র প্রোগ্রামারদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য অংশীজনদের সম্পৃক্ত করার ফলে তৃণমূল পর্যায় থেকে মেধাবী আইটি পেশাদার জনশক্তি তৈরিতে অবদান রাখছে। এ সকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণ নানা ধরনের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ যেমন – রোবট, ডোন, রোবট গাড়ি, সাদা ছড়ি প্রভৃতি নিজেরাই তৈরি করতে শিখেছে। এতে তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রযুক্তির বিষয়ে কৌতুহল ও আগ্রহ তৈরি হয়েছে, যার ফলে অনেকেই Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook সহ বিখ্যাত আইটি কোম্পানীতে কাজ করার স্বপ্ন দেখছে।

২০২২ সালে বিভাগীয় ইনোভেশন মেলায় (Innovation Showcasing) নির্বাচিত সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ঢাকা বিভাগ

সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ - ১: 'গ্রামীণ এ্যাম্বুলেন্স'

উদ্ভাবকের নাম/প্রতিষ্ঠান: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

সাটুরিয়া উপজেলার গ্রামীণ এ্যাম্বুলেন্স

- ০১। গ্রামীণ এ্যাম্বুলেন্সটি তিন চাকা বিশিষ্ট সিএনজির মত বিশেষভাবে তৈরি ডিজেল চালিত একটি বাহন।
- ০২। গ্রামের সরু কাচা রাস্তা দিয়ে যাত্রী নিয়ে এটি সহজেই চলাচল করতে পারে।
- ০৩। এ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে অক্সিজেনের ব্যবস্থাসহ রোগীর সাথে তিন চারজন বসার ব্যবস্থা আছে।
- ০৪। গ্রামীণ এ্যাম্বুলেন্স দিয়ে ২৪ ঘন্টা সেবা দেওয়া হয়।
- ০৫। গর্ভবতী মাসহ অন্যান্য রোগীদের দ্রুততার সাথে সেবা দেওয়া হয়।
- ০৬। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই এটি ঘটনাস্থলে পৌঁছে রোগীকে পরিবহন করে উপজেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে। জরুরি প্রয়োজনে জেলা সদর হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়।
- ০৭। দুইটি গ্রামীণ এ্যাম্বুলেন্সের জন্য দুইজন ড্রাইভার সার্বক্ষণিক নিয়োজিত আছেন। বিভিন্ন জায়গায়, হাসপাতালে ও ওয়েব সাইটে ড্রাইভার ও কন্ট্রোলরুমের মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে। ফোন পাওয়ার সাথে সাথে চালক এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়।
- ০৮। যাত্রীদের থেকে সীমিত পরিমাণ ভাড়া নেওয়া হয় যা অন্যান্য এ্যাম্বুলেন্সের থেকে খুবই কম।
- ০৯। ভাড়ার টাকা দিয়ে গাড়ীর তেল খরচ, মেরামত ও চালকের বেতনের ব্যবস্থা করা হয়।
- ১০। যাত্রী পরিবহনের হিসাব একটি রেজিস্ট্রারে রাখা হয়।

সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ - ২ : 'ডিজিটাল পরিবার পরিচিতি কার্ড এর মাধ্যমে হাতের মুঠোয় টিসিবি পন্য'

উদ্ভাবকের নাম/প্রতিষ্ঠান: উপজেলা প্রশাসন নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ

এটি টিসিবি পণ্য ব্যবস্থাপনা ও বিক্রয়ের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল সংস্করণ। এর সাহায্যে যেকোন স্থানে টিসিবি পণ্য বিক্রয়ের লাইভ আপডেট পাওয়া যায়। খুব সহজেই দ্বৈততা পরিহার করে সুবিধাভোগী তালিকা প্রস্তুত ও আপডেট

করা যায়। টিসিবি পণ্য ব্যবস্থাপনা ও বিক্রয়, ডিলার ব্যবস্থাপনা, ডিলার দোকানসমূহের লোকেশন সেট করা ও লাইভ লোকেশন মনিটরিংসহ টিসিবি পণ্য সংক্রান্ত সকল কাজ ডিজিটালি সম্পন্ন করা যায়। এটি একটি ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম।

উদ্যোগের আওতায় গৃহীত প্রদক্ষেপসমূহ:

- প্রথমেই ম্যানুয়াল ফ্যামিলি কার্ডের পরিবর্তে ডিজিটাল ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবি'র পণ্য বিক্রয়, ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং-এর জন্য একটি বিশেষায়িত সফটওয়্যার ও মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে; প্রতিনিয়ত সিস্টেমটির ট্রাবল শূটিং ও আপডেট করা হচ্ছে
- উপকারভোগীদের তথ্য সিস্টেমে আপলোড করে অথবা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করে সফটওয়্যারের সাহায্যে দ্বৈততা পরিহার করে উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে
- জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন নম্বরের সদৃশ ইউনিক পরিবার পরিচিতি নম্বর ডিজিটাল ফ্যামিলি কার্ডে সংযোজন করা হয়েছে।
- ডিজিটাল ফ্যামিলি কার্ড প্রবর্তনের পূর্বে ও পরবর্তীতে সফটওয়্যারটির ব্যবহার ও প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে ডিলারদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ট্যাগ অফিসার, মনিটরিং টিমও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
- নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন উদ্ভাবিত টিসিবি'র পণ্য বিক্রয়, ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং সংক্রান্ত স্মার্ট সল্যুশনটির কারগরি পার্টনার স্পেকট্রাম আইটি সলিউশনস লিমিটেডের সহায়তায় কল সেন্টারের মাধ্যমে ডিলার ও উপকারভোগীদের সাপোর্ট দেয়া হচ্ছে।

ময়মনসিংহ বিভাগ

সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ: 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব উইমেন্স কর্ণার'

উদ্ভাবকের নাম/প্রতিষ্ঠান: জেলা প্রশাসন, নেত্রকোনা।

একটি জাতির সত্যিকারের উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য নারীদেরকে বৈষম্যহীনভাবে পুরুষের সাথে এক কাতারে দাড়ানোর সুযোগ করে দিতে হবে। ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সংবিধান এবং বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রীয় নীতি ও কাঠামোতে নারী-পুরুষ সাম্য, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। সে আলোকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বভোম ব্যবহারের মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের দিগন্ত উন্মুচিত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় দর্শন ও সরকারের নীতি আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারীদের জন্য বিশেষ একটি প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার খারণা থেকে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব উইমেন্স কর্ণার প্রতিষ্ঠা করা হয়। জেলা প্রশাসনে কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় নারীগণ বিভিন্ন সমস্যা ও আবেদন নিয়ে জেলা প্রশাসনের নিকট আসেন। কিন্তু তাদের জন্য বিশেষ কোনা প্ল্যাটফর্ম না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রার্থীত সেবা তারা পেয়েছেন কিনা, সে বিষয়টিও নিশ্চিত হওয়া যায় না। তা ছাড়া নারীরা যে কোন সময় যে কোন জায়গা হতে তাদের আবেদনের বিষয় জানানোর বিশেষ সুযোগও বর্তমানে কম। পাশাপাশি নারীগণ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে অন্য কোন সংস্থার সেবা পাওয়ার আবেদন করেন কিন্তু, সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থাপনা না থাকায় সেবা প্রার্থীর আবেদনের বিষয়ে ফলো আপ করা বা তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে নারীগণ যথাযথ সেবা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হন। বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব উইমেন্স কর্ণার এর মাধ্যমে নারীদের জন্য বিশেষায়িত একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নেত্রকোণা জেলার যে কোন নারী যে কোন সময় যে কোন স্থান হতে আবেদন করতে পারবেন এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত আবেদন সমূহ কোথায় কি অবস্থায় নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে তা জানা যাবে এবং সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যাবে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অসামান্য অবদান ও তাঁর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে “No Women will be left behind in Netrokona District” শীর্ষক স্লোগানটি ধারণ করে জেলা প্রশাসন নেত্রকোণা কর্তৃক এ জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারীদের স্বাবলম্বী এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত কল্পে “বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব উইমেন্স কর্ণার (BSFMWC)” শীর্ষক একীভূত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গত ০৮ মার্চ ২০২১ তারিখ আর্ন্তজাতিক নারী দিবসে এটি চালু করা হয়। মহতী এই উদ্যোগটি নেত্রকোণা জেলায় নারীর শিক্ষা অর্জন, বাল্যবিবাহ নিরোধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, দারিদ্র বিমোচন, জেন্ডার সেন্সিটিভিটি তৈরি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিভাগ

সেবা উদ্ভাবনী উদ্যোগ : 'Digital Feedback System এর মাধ্যমে সেবা প্রদান'

উদ্ভাবকের নাম/প্রতিষ্ঠান: জেলা প্রশাসন, ব্রাহ্মনগবাড়িয়া

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে সকলেই সকলের সেবক। এ সেবার মান যত উন্নত হবে প্রতিষ্ঠান তথা দেশ তত এগিয়ে যাবে। সেবার মানকে উন্নত করতে গেলে সেবাকে অবশ্যই পরিমাপযোগ্য মানদন্ডে নিয়ে এসে তা ভাল/মন্দ যাচাই করতে হবে। সেই চিন্তাধারা থেকে Digital Feedback System - এর মাধ্যমে প্রদানকৃত সেবাকে পরিমাপযোগ্য মানদন্ডে নিয়ে আসা হয়েছে।

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লি: এ প্রায় ৪৫টি বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে যাদের এক বিভাগ অন্য বিভাগকে সেবা প্রদান করে থাকেন, কেউ সেবা গ্রহণ করে থাকেন, আবার কেউ সেবা প্রদান এবং গ্রহণ উভয়ই করে থাকেন। সেবা প্রদানকারী বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রদানকৃত সেবার ব্যাপারে Feedback প্রদানের কোন ব্যবস্থা বর্তমানে চালু নেই। ফলশ্রুতিতে সেবা প্রদানকারী বিভাগসমূহ তাদের প্রদানকৃত সেবার মান সম্পর্কে জানতে পারেন না। এর ফলে ভাল সেবার Appreciation-এর সুযোগ নেই যাতে অন্যরা তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়। অন্যদিকে মন্দ সেবা প্রদানকারী বিভাগসমূহ তাদের সেবার মান সম্পর্কে জানতে না পারায় সেবার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হচ্ছে না বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থেকে সেবার মান উন্নয়নে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিধায়, সেবার মানে কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এর ফলে সেবা গ্রহীতাগণ কোয়ালিটি সেবা পাচ্ছেন না যা, কর্মক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং এতে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং উন্নত দেশ গঠনে উক্ত Digital Feedback সিস্টেমটি চালু করলে সেবা প্রদানকারী বিভাগসমূহের সেবাকে পরিমাপযোগ্য মানদন্ডের মাধ্যমে ভাল/ মন্দ যাচাই করা সম্ভব হবে এবং সেবার গুনগত মান নিশ্চিত হবে।

রাজশাহী বিভাগ

সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ - ১: 'Student Capital Enrichment using ICT at Rajshahi College'

উদ্ভাবকের নাম: প্রফেসর মোহাঃ আব্দুল খালেক অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ তথা উন্নত রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ অপরিহার্য। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নের যুগে ভবিষ্যত নাগরিক হিসাবে শিক্ষার্থীদের তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগের জ্ঞানে সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে রাজশাহী কলেজ বরাবরই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে আসছে। টেকসই উন্নয়ন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ব্যবহার করে ০৬ জুন, ২০১৬ সাল থেকে 'স্ব-উদ্যোগ ও স্ব-অর্থায়নে আইসিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি' শীর্ষক কোর্সটি পরিচালনা করে আসছে। রাজশাহী কলেজ স্টুডেন্ট ক্যাপিটাল (Student Capital) সমৃদ্ধকরণে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল ও দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্প গ্রহণ করে।

Student's Capital Enrichment Using Sheikh Russel Digital Lab at Rajshahi College
শীর্ষক প্রকল্পটি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে:

১. বেসিক কম্পিউটিং (হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার) সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
২. Microsoft Office Application সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩. Internet Browsing এ দক্ষ করে গড়ে তোলা;
৪. শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিকল্প কর্মসংস্থান হিসাবে Freelancing বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

সকল শিক্ষার্থীর কম্পিউটার বা ল্যাপটপের মত ডিভাইস নাই। কিন্তু দেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেহেতু শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব আছে। শিক্ষার্থীরা এই ল্যাব ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। ফলে প্রকল্পটি সারা বাংলাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য।

সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ - ২: 'আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (AI) ব্যবহারের মাধ্যমে রোবটের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মাছ/চিংড়ি খামার সিস্টেম'

উদ্ভাবকের নাম: জনাব মো: আব্দুস সালাম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদলগাছী, নওগাঁ।

ক্রমাগত জলাশয়ের আয়তন হ্রাস ও দেশে/বিদেশে মাছ -চিংড়ির ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্প জায়গায় অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ সময়ের দাবী। কিন্তু সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে অধিক ঘনত্বের পুকুর/ঘেঁরে পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে মাছ/চিংড়ির

মড়ক দেখা দেয়। তাছাড়া মাছের কাঙ্ক্ষিত খাদ্য পরিমাণ নির্ণয় ও সঠিক সময়ে খাদ্য প্রয়োগ করতে না পারায় খাদ্যের অপচয় হয়। ফলে মাছ চাষীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ডিভাইসটি পানির প্যারামিটার অটোমেটিক কন্ট্রোল ও কী পরিমাণ খাদ্য লাগবে তা নির্ণয় এবং যথাসময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাদ্য, চুন, সার ও অন্যান্য সামগ্রী প্রয়োগ করে মাছের মড়ক ও খাদ্য অপচয় রোধ করবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে মৎস্য সেক্টরকে যান্ত্রিকীকরণে ভূমিকা রাখবে।

ডিভাইসটির স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুত ও কার্যকরী প্রদক্ষেপে পানির প্যারামিটারের কম/আধিক্যের কারণে মাছ/চিংড়ির অনাকাঙ্ক্ষিত মড়ক হবে না। ঘরে বসে চাষীরা নিশ্চিত্তে অধিক ঘনত্বে মাছ/চিংড়ি চাষ করে অধিক লাভমান হবে। খাদ্য, সার ও অন্যান্য সামগ্রী প্রয়োগে বাড়তি খরচ না হওয়া লাভের অংশ অনেক বাড়বে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত উপায়ে স্বল্প সময়ে অল্প জায়গায় অধিক ঘনত্বে (Ultra intensive culture) মাছ/চিংড়ি চাষ করে মাছ/চিংড়ি খামারিরা অধিক লাভবান হবে এবং মৎস্য চাষীর সময়, খরচ ও ভিজিট কমে যাবে। ভাল পরিবেশে মাছ/চিংড়ির উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের মানুষের বেকার কর্মসংস্থান, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, এসডিজি বাস্তবায়নে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জাতীয় আমিষের চাহিদা পূরণসহ বিদেশে মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বৈদেশিক রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সর্বোপরি, আইটি-বেইজড ডিভাইসটি স্মার্ট ফিশারিজ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রংপুর বিভাগ

সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ: 'সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে রোড সাইন পরিচিতি ও রাস্তায় ড্রাইভারদের করণীয় শীর্ষক কর্মসূচী - জয়যাত্রা'

উদ্ভাবকের নাম/প্রতিষ্ঠান: জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম।

সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোরের সংবাদ পত্র হাতে নিলেই চোখে পড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। সড়ক দুর্ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাথে বাড়ছে মৃত্যুহার, বাড়ছে পঞ্জুত্বের সংখ্যা। শিশু, ছোট-বড় সকলেই সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনার মধ্যে অন্যতম চালকদের অসাবধানতা, অদক্ষতা, লাইসেন্সবিহীন অদক্ষ চালক, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, ট্রাফিক সাইন-সিগন্যাল সম্পর্কে চালকদের অজ্ঞতা প্রভৃতি।

এ উদ্যোগের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলায় প্রতি সপ্তাহে ১টি ব্যাচে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রত্যাশীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সড়ক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক বিবেচনায় রেখে নিম্নবর্ণিত বিষয় গুলো অন্তর্ভুক্ত করে কোর্স মডিউল তৈরি করা হয়েছে:-

- ট্রাফিক সাইন, সিগন্যাল ও রোড মার্কিং সম্পর্কে ধারণা
- সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকার
- শিষ্টাচার, নৈতিকতা এবং মহিলা, শিশু প্রতিবন্ধী ও যাত্রী সাধারণের প্রতি ব্যবহার
- গাড়ি চালকদের দায়িত্ব, পরিবেশ সংরক্ষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ
- গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ও ট্রাবলসুটিং সম্পর্কে আলোচনা
- গাড়ি চালকদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা
- মোটর যান অধ্যাদেশের ১৯৮৩ এর আওতায় বিভিন্ন অপরাধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও জাতীয় গতিসীমা
- সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে মোটরযান চালকদের করণীয় ও বর্জনীয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রয়েছে। দক্ষ গাড়ি চালক তৈরী হওয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে।

খুলনা বিভাগ

সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ: 'মিনি ফিস প্রসেসিং প্ল্যান্ট ও ভ্যালু অ্যাডেড ফিস প্রডাক্ট বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন'

উদ্ভাবকের নাম: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা এবং মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

বিভিন্ন প্রজাতির সুস্বাদু ও পুষ্টিকর মাছের রাজ্য সাতক্ষীরা। কিন্তু মাছ আহরণের পর ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত সরবরাহ চেইন বড় হওয়ার কারণে মাছের গুণাগুণ যেমন নষ্ট হয় তেমন নিরাপদ পুষ্টির নিশ্চয়তা রক্ষা হয়না। এ ছাড়া খাদ্য হিসেবে মাছের জনপ্রিয়তা তরুণ সমাজ ও শিশু-কিশোরদের কাছে খুব কম। তরুণ সমাজ ও বাচ্চারা হোটেল-রেস্টুরেন্ট কিংবা ফুটপাথের অস্বাস্থ্যকর ফাস্টফুড খেতে অভ্যস্ত। এজন্য মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি হ্রাস করে মাছকে নিরাপদ খাদ্য হিসেবে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজ ও শিশু-কিশোরদের নিকট জনপ্রিয় করে তোলা, তাদের পুষ্টিমান নিশ্চিত করা। এজন্য সকলের লাভবান হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সাতক্ষীরা সদর 'মিনি ফিস প্রসেসিং প্ল্যান্ট ও ভ্যালু অ্যাডেড ফিস প্রোডাক্ট বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক স্কীম সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা কর্তৃক বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই উদ্দেশ্যে 'সাতক্ষীরা ফিস ভ্যালি' নামে একটি মিনি ফিস প্রসেসিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয় হয় যেখানে ডিপ ফ্রিজ, মাছ ড্রেসিং ও প্যাকেজিং করার টেবিল, মাছ কাটার সরঞ্জাম, ওজন মাপার যন্ত্র, প্যাকেজিং মেশিন, পানি সঞ্চালন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ফ্লোর মোজাইককরণ করা হয়। এইখানে মৎস্যচাষীদের নিকট থেকে সরাসরি ঘের থেকে কোনো মধ্যমপন্থী ছাড়াই মাছ সংগ্রহ করা হয়। এরপর ভোক্তার নিকট সম্পূর্ণ তাজা মাছ বিক্রয় করা হয় অথবা মিনিমাল প্রসেসড ফিস (ড্রেসড ফিস) অনলাইন ও সরাসরি বিক্রয় করা হয়। সরবরাহ চেইন সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে মাছ আহরণের পরে যে ক্ষতি হয় তা এই উদ্যোগটির মাধ্যমে অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে।

উদ্যোগটি মাছকে খাদ্য হিসেবে সাধারণ জনগণের নিকট অধিক জনপ্রিয় করে তোলা ও জনগণের পুষ্টিমান নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইতিমধ্যে উদ্যোগটির মাধ্যমে মিনি ফিস প্রসেসিং প্ল্যান্ট থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনলাইনের মাধ্যমে ২০০০ কেজিরও অধিক পরিমাণ সম্পূর্ণ তাজা মাছ ও মিনিমাল প্রসেসড ফিস (ড্রেসড ফিস) বিক্রয় করা হয়েছে। মিনিমাল প্রসেসড ফিস (ড্রেসড ফিস) হওয়ার দরুন ও অনলাইনে অর্ডার করার সুব্যবস্থা থাকার কারণে ভোক্তার সময় ও শ্রম লাঘব হচ্ছে এবং মাছের গুণাগুণও বজায় থাকছে। উদ্যোগটি একদিকে সাধারণ জনগণের নিরাপদ আমিষের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে, পাশাপাশি এছাড়া, এখানে সরাসরি মৎস্যচাষির ঘের থেকে মাছ সংগ্রহ করার কারণে মাছের আহরণোত্তর ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

বরিশাল বিভাগ

সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ: 'কাচাবাজার মোবাইল এপ্লিকেশন'

উদ্ভাবকের নাম: চৌধুরী মোহাম্মদ শওকত হোসাইন, সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, উপজেলা কার্যালয়, বরিশাল সদর, বরিশাল

কৃষি পণ্যের ভোক্তা তার চাহিদা অনুযায়ী কৃষি পণ্য নিয়মিত স্থানীয় বাজারে গিয়ে ক্রয় করেন। যেখানে ভোক্তার পক্ষে একাধিক বাজার যাচাই করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না এবং ভোক্তা কৃষি পণ্যের মান এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। অন্য দিকে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য মধ্যসত্ত্বভোগীর কাছে বিক্রি করে সল্প মুনাফা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। মূলত দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাঁচাবাজার ক্রয় বিক্রয়ের প্রক্রিয়াটিকে আরো সহজীকরণের জন্য এই প্রকল্পটি শুরু হয়।

এখানে কি পরিমাণ কৃষি পণ্য বাজারে বিক্রি হবে তা কৃষকের জানার দরকার নেই। কৃষক কেবল পণ্য উৎপাদনের কাজ করবেন। কৃষক তার উৎপাদিত কৃষি পণ্য আরতদারের নিকট বিক্রি করেন। আরতদারতার তার ক্রয়কৃত কৃষি পণ্য খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রি করেন। খুচরা বিক্রেতা ক্রয়কৃত কৃষি পণ্য ভোক্তার নিকট বিক্রি করার জন্য বাজারে উপস্থাপন করেন। ভোক্তা কৃষি পণ্য ক্রয় করার জন্য স্বশরীরে বাজারে গমন করে তার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্য নির্বাচন করে এবং ক্রয় করেন। পরিবহনকারী ভাড়ার বিনিময় ভোক্তার গন্তব্যস্থলে কৃষি পণ্য পৌঁছে দেন।

এতে অতিরিক্ত কৃষি পণ্য নষ্ট হবে না এবং সল্প মূল্যে বিক্রি করার প্রয়োজন হবে না। ভোক্তা তার প্রয়োজনীয় সময়ে তাজা কৃষি পণ্য ঘরে বসে পাবেন। খরচ, জনবল ও সময় কম লাগবে। সেবা চক্রের সহজীকরণের কারণে লোকবল কমবে। স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা নিশ্চিত হবে। সেবা গ্রহীতা এবং সেবা প্রদানকারীর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

সিলেট বিভাগ

সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ: ‘হাতের মুঠোয়, ঘরে বসে অনলাইন ডিজিটাল প্রাণিসম্পদ সেবা: কাগজবিহীন অফিস ব্যবস্থাপনা’

উদ্ভাবকের নাম: উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল কুলাউড়া,

প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সেবা পেতে, সেবা গ্রহীতাকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে আসতে হয়। কিছুক্ষেত্রে গবাদি প্রাণী/পাখীকে নিয়ে আসতে হয়, এতে সেবা গ্রহীতার যাতায়াত খরচ, কর্মঘন্টা ও সময়ের ব্যয় হয়। সময় সময় কৃষকের বাড়ি গিয়েও চিকিৎসা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও যাতায়াতের জন্য সময় ব্যয় হয় এবং উক্ত সময়ের মাঝে কৃষকের প্রাণী মারাও যেতে পারে। জনগণ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন।

এটা বাংলাদেশের ১ম ও বৃহৎ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। এখানে প্রায় ৩০০০০+ ভিজিটর প্রতি মাসে সেবা পাওয়ার জন্য ওয়েবসাইট ভিজিট করেন। ১২০ টি উপজেলার ৩,৪৩৩ জন খামারির ৯০,৩০,১৩৬ টি গবাদি প্রাণী ও পাখীর ক্ষেত্রে এই সেবা প্রদান করা হয়। এই সেবা প্রদানের জন্য ২৯৩ টি উপজেলার ১,০২৫ জন ভেটেরিনারিয়ান কাজ করেন। এ পর্যন্ত এই সেবার মাধ্যমে ৪,৮৮১ টি ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন প্রদান করা হয়েছে।

খামারীগণ ঘরে বসেই অডিও কল, অনলাইন, লাইভচ্যাট বা ভিডিও কলের মাধ্যমে সেবা পাচ্ছেন। এতে সেবাগ্রহীতার অর্থ, সময় ও কর্মঘন্টা সাশ্রয় হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাগণ উপকৃত হওয়াতে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে। পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগটি দারিদ্র্য বিমোচনে এবং এস.ডি.জি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে।